MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYLAYA

SUB- BENGALI (PG)

SEMESTER - 1st SEM

PAPER - 104

NAME - ANUPAMA BERA

DATE -

S.K.H

* মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব আলোচনা করো।

→ 'ষোড়শ শতাব্দীতে' শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব সমগ্র বাঙালি জাতিকেই পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর মহাজীবনের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে চলেছে, তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন —

' জয়দেব বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি / কর্ণামৃত গীতগোবিন্দ / স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে / গান শুনে পরম আনন্দে

সুতরাং চৈতন্যদেব তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেননি, পূর্ববর্তী পদাবলীকারদের ও ভক্তিতত্ত্ব কথার বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে আচরিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

অন্যদিকে, তাঁর আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্যের প্রকরণ এবং ভাব - দু দিক দিয়েই দেখা দিল অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য, শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগেই নরোত্তম ঠাকুরের অনুষ্ঠিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ খেতুরী উৎসবে কীর্তন গানের শুভারম্ভ স্বরূপে গৌরচন্দ্রিকার পদকীর্তনও অপরিহার্য হয়ে উঠল। গৌরচন্দ্র রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু, তাঁর লীলাচল - লীলায় বিরহ প্রলাপ ইত্যাদিতে তিনি একান্ত ভাবেই গোপীপ্রেমা রাধা বলে প্রতীয়মান হলেন। দেহকান্তিতে ও তিনি হলেন রাধারই দ্বিতীয় প্রতিমা, তাঁর অনু

গৌড়ীয় ভক্তদের মনে হয়েছিল এই রূপের মূর্তির ভাবোন্মাদ এবং সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ কেবল সুফিমত প্রচারের জন্য হতে পারে না। এই এক দেহে দুই মিলায় অঙ্গীত নীলাচল লীলায় সবচেয়ে অন্তর অঙ্গ সঙ্গী দামোদরের চোখে ধরা পড়ে; বাসুদেব ঘোষ এবং নরহরি সরকার প্রমুখ পদকর্তা গণ এ নিয়ে পদরচনা করেছেন —

'যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরি
প্রবেশ চাতুরিসার
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥'

পদকর্তা গোবিন্দদাস ও রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করে লিখেছেন – 'জয় নিজকান্তা কান্তি কলেবর জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।'

তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি রাধা ও কৃষ্ণের অন্য কিছু নয়, কিন্তু লীলার জন্য তাঁরা ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য দেব তাঁর জীবনকে অনুসরণ করে রূপগোস্বামী তাঁর ভক্তিরসামৃত সিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে প্রেমানুভবের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণাত্মক এবং ভাবভক্তির মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক এক বিস্তৃত এবং বিচিত্র রসপর্যায় সৃষ্টি করলেন।